৩. তুমি কি মনে কর মহম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলি কি সঠিক চিন্তিত, মন্দভাবে রূপায়িত ও বিপর্যয়কর রূপে পরিত্যক্ত? এর ফলাফল কী হয়েছিল?
(ক. বি. ২০০৩/২০০৬)

মধ্য যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ বিন তুঘলকের ন্যায় বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত বিরল। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সমসাময়িক ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। মহম্মদ বিন তুঘলক কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। যে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। শাসক হিসেবে তাঁর মূল্যায়নের সঙ্গে এই পরিকল্পনাগুলির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে।

সিংহাসনে আরোহণ করে মহম্মদ বিন তুঘলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আলাউদ্দিনের ন্যায় তিনি উপলব্ধি করেন যে সামরিক বাহিনীকে রক্ষা করার পক্ষে ভূমিরাজস্ব থেকে প্রাপ্ত সম্পদ পর্যাপ্ত ছিল না। তা ছাড়া পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করা বা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন সম্ভবপর হতো না। সুলতান সরকারের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরির নির্দেশ দেন। প্রাদেশিক শাসকদেরকে তাদের বাৎসরিক আয় ও ব্যয় সম্পর্কে পূর্ণ প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। বাৎসরিক আয় ও ব্যয় সম্পর্কে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল যে দেশব্যাপী এক ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য

সংগ্রহ করা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্যান্য সংস্কারগুলিতে অধিক গুরুত্ব দেবার দরুন এই পরিকল্পনাগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে জিয়াউদ্দিন বারানির লেখা থেকে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

রাষ্ট্রীয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য মহম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন। ফেরিস্তার মতে, করের পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আলাউদ্দিন ইতিপূর্বে খাজনার হার ৬০% বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি কতখানি বৃদ্ধি করেছিলেন সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনও তথ্য আমাদের কাছে নেই। দুর্ভাগ্যবশত খাজনা সংক্রান্ত সুলতানি নির্দেশ এমন একটি সময় প্রবর্তিত হয়েছিল যখন দোয়াব অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। কিন্তু, সুলতান এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কাজেই যখন রাজস্ব আদায়কারীরা অতিরিক্ত খাজনার জন্য কৃষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন বহু কৃষক গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কোথাও কোথাও তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে। তবে সুলতান অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করেন। সুলতান অবশ্য দোয়াব অঞ্চলের কৃষকদের বিপর্যয়ের সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কৃষকবর্গকে দুরবস্থার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য ধরনের সাহায্য প্রদান করেন। কাজেই এরূপ মনে করার কোনও কারণ নেই যে ইচ্ছাকৃত ভাবে সুলতান নিপীড়ণ চালিয়েছিলেন। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি কৃষির উন্নতির ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন।

সুলতানের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল, তা হলো দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত এবং পুনর্বার দেবগিরি থেকে দিল্লিতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা। বারনির মতে, সুলতান দেবগিরিকে রাজধানী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন তার কারণ দেবগিরি অনেক বেশি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত। ইবন বতুতা এই পরিকল্পনার অল্পকাল পরে ভারতে আসেন, তিনি বলেন সুলতান দিল্লির অধিবাসীদের দেবগিরিতে যেতে বাধ্য করেন। কারণ হিসাবে বলেন দিল্লির জনগণ তাকে নানা কারণে সমালোচনা করে চিঠিপত্র লেখেন। এই কারণে সুলতান দিল্লিকে পুরোপুরি নির্জন করে দেবার সিদ্ধান্ত দেন। নিজামি মনে করেন যে, বারনি কিংবা ইবন বতুতা কারোর রচনার উপরেই আমরা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি না। কারণ এইগুলিতে যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে। বারনির রচনা সম্পর্কে নিজামির বক্তব্য হলো যে, তাঁর বর্ণনায় যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি রয়েছে। ইবন বতুতার রচনা সম্পর্কে নিজামির বক্তব্য হলো যে এর মধ্যে স্ববিরোধ

রয়েছে। ইবন বতুতা এক দিকে উল্লেখ করেছেন যে দিল্লির জনগণের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। যদি শাস্তি প্রদান করতে সুলতান ইচ্ছুক হতেন তা হলে তিনি নিশ্চিত ভাবে তাদের বাসস্থান তৈরি করার জন্য মূল্য প্রদান করতেন না। নিজামির মতে, সুলতান দিল্লির জনগণ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন এবং তাদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাদেরকে মহারাষ্ট্র অভিমুখে যেতে বাধ্য করেছিলেন। নিজামি বলেছেন, সুলতান যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, আকস্মিক ভাবে বা অভিনব কোনও কিছু করার উৎসাহে সুলতান এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করেননি। বস্তুতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের উপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ ভালোভাবে কার্যকর করার জন্য তিনি এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

মহম্মদ হাবিব উল্লেখ করেন যে, সমসাময়িক যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের তুলনায় তিনি দাক্ষিণাত্য সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। দেবগিরি অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যার উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। দেবগিরির দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হলে দাক্ষিণাত্যে দিল্লির কর্তৃত্ব বিঘ্নিত হতে পারত। বিশেষ করে গুজরাট ও মালবের উপর দিল্লির সুলতানের আধিপত্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান দেবগিরিতে দিল্লির মুসলিম জনগণের কিছু অংশকে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের মোকাবিলার জন্য সুলতান তামার প্রতীকী মুদ্রা বা নোটের প্রবর্তন করেন।পরিকল্পিত খোরাসান ও কারাজল অভিযান বিপর্যস্ত হলে রাজকোষের উপর যথেষ্ট চাপ পড়েছিল। কিন্তু তা হলেও সুলতান পুরোপুরি দেউলিয়া হয়ে যাননি। কাজেই নিজামি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সুলতান এমনই এক ব্যক্তি ছিলেন যে তিনি কোনও সমস্যার আংশিক সমাধান করে থাকতে পারতেন না। কোনও সমস্যার সম্পর্কে অবগত হলে তিনি মৌলিকভাবে সেই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করতেন। খুব সম্ভবত সেই সময় ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে রৌপ্যের ঘাটতিজনিত কারণে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা দূর করার জন্য সুলতান এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সুলতান তামার প্রতীকী মুদ্রার প্রবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রা বা নোট যাতে জাল না করা যায় সে রকম কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ফলে অচিরেই জাল তাম্র মুদ্রায় বাজার ছেয়ে যায়। শেষে সুলতান জনগণকে তামার মুদ্রা জমা দিয়ে খাজাঞ্চিখানা থেকে স্বর্ণ মুদ্রা নেওয়ার অনুমতি দেন।

এর ফলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই জাল তাম্রমুদ্রা জমা দিয়ে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে যায় মানুষ।

তা ছাড়া দিল্লির নাগরিকদের দেবগিরি যেতে বাধ্য করায় দিল্লির সাধারণ জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরপর বিভিন্ন পরিকল্পনা বিফল হওয়ায় সুলতানের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পায়। নিজামির মতে, এই ঘটনার তাৎক্ষণিক ফল হিসাবে দিল্লির জনগণের মধ্যে সুলতানের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।